তথ্যবিবরণী নম্বর: ৪৭৮৯

**এসডিজি অর্জনে সকলকে সম্পৃক্ত থাকতে হবে**

 **---স্থানীয় সরকার মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৮ অগ্রহায়ণ (৩ ডিসেম্বর ) :

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম বলেছেন, এসডিজি অর্জনে সকলের সম্পৃক্ততা প্রয়োজন, প্রত্যেকের সক্রিয় অংশগ্রহণ এসডিজি অর্জন ত্বরান্বিত করবে। তাই সরকার সকল শ্রেণির পেশার মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করতে চায়।

আজ রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউটে এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম বাংলাদেশ আয়োজিত ‘জন শুনানি, জাতীয় উন্নয়ন এবং স্থানীয় বাস্তবতা’ শীর্ষক আলোচনা সভায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী জানান, দরিদ্রতা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষাসহ সকল ক্ষেত্রে স্থায়ী উন্নয়ন করতে আমাদের দীর্ঘ মেয়াদে ধাপে ধাপে আগাতে হবে। প্রতি ৬০০০ মানুষের জন্য ১৯৯৬ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কমিউনিটি হাসপাতাল গড়ে তোলেন। প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য কমিউনিটি হাসপাতাল কাজ করছে।

মন্ত্রী বলেন, দেশে দুর্নীতি, সন্ত্রাসসহ বিভিন্ন সমস্যার শতভাগ সমাধান হয়নি। তবে বর্তমান সরকারের অনেক অর্জন রয়েছে। সমালোচনা করার সুযোগ থাকলেও এই সরকারের অভূতপূর্ব উন্নয়ন অস্বীকার করা উচিত নয়।

মন্ত্রী আরো বলেন, যোগাযোগ ব্যবস্থা অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত। ভৌত অবকাঠামোর পাশাপাশি তথ্য প্রযুক্তি বা ডিজিটাল বাংলাদেশ করা হয়। শতভাগ বিদ্যুৎ এই সুবিধা সকল নাগরিকের কাছে পৌঁছেছে। এখনো আমাদের উৎপাদনের এক শতাংশও কয়লাভিত্তিক না। মিশ্র জ্বালানি না হলে ভবিষ্যতে যে কোনো প্রতিকূলতা মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। তাই নিউক্লিয়ার, কয়লা, তরল জ্বালানি গ্যাস ও আমদানিকৃত গ্যাসে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হয়।

বিশেষ অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও সংসদ সদস্য আসাদুজ্জামান নূর ও সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা এবং সভাপতিত্ব করেন সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)-এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান অধ্যাপক রেহমান সোবহান।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী, ব্রাকের সভাপতি ড. হোসেন জিল্লুর রহমান, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন)-এর সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার, অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ, বিশিষ্ট নাট্যকার মামুনুর রশীদসহ সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

#

রুবেল/পাশা/সিরাজ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২২/২০৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৭৮৮

**অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি শিক্ষার মান উন্নয়নেও**

**সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে**

 **-- ধর্ম প্রতিমন্ত্রী**

ইসলামপুর (জামালপুর), ১৮ অগ্রহায়ণ (৩ ডিসেম্বর) :

ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান বলেছেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি শিক্ষার মান উন্নয়নেও সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

প্রতিমন্ত্রী আজ জামালপুর জেলার ইসলামপুরে পাঁচবাড়িয়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের চার তলাবিশিষ্ট একাডেমিক ভবনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন ।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন ঘটাতে প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট অংশীজন বিশেষ করে শিক্ষকদেরকে আরো আন্তরিক হয়ে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, কোভিড ভাইরাস ও যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে জিনিসপত্রের দাম কিছুটা বেড়েছে। তবে সরকার ভবিষ্যৎ কঠিন পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ত খাদ্যশস্য মজুতের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, দেশের স্থিতিশীলতা ও উন্নয়ন অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে আগামী দিনেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের বিকল্প নেই। তাই আগামী নির্বাচনেও শেখ হাসিনার নেতৃত্বের প্রতি আস্থা রাখতে হবে।

পাঁচবাড়িয়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি আব্দুল ওয়াহেদ মন্ডলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে আরো বক্তৃতা করেন ইসলামপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এডভোকেট এস এম জামাল আব্দুন নাসের বাবুল, ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল খালেক আকন্দ, জামালপুর জেলা পরিষদের সদস্য শাহজাহান মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান রোজিনা আক্তার চায়না, ইসলামপুর এম সামাদ পারভেজ মেমোরিয়াল মহিলা ডিগ্রি কলেজ এর সভাপতি জামাল আব্দুন নাছের চার্লেস চৌধুরী, ইসলামপুর সদর প্রমুখ।

#

আনোয়ার/পাশা/সিরাজ/সঞ্জীব/সেলিম/২০২২/২০১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৪৭৮৭

**প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নত জীবন নিশ্চিতে সরকার কাজ করছে**

 **--সমাজকল্যাণমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৮ অগ্রহায়ণ (৩ ডিসেম্বর ) :

সমাজকল্যাণমন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ বলেছেন, প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর কল্যাণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আন্তরিক। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নত জীবন নিশ্চিতে সরকার কাজ করছে।

মন্ত্রী আজ রাজধানীর মিরপুরস্থ জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনে ৩১তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ও ২৪তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

সমাজকল্যাণ সচিব মোঃ জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী মোঃ আশরাফ আলী খান খসরু।

মন্ত্রী বলেন, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে বাদ দিয়ে জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। সরকার এ বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য শতভাগ মাসিক ভাতা, শিক্ষা উপবৃত্তি ও কর্মমূখী প্রশিক্ষণ চালু করেছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা আজ সমাজের অন্য দশ জন মানুষের মতোই স্বাভাবিক জীবনযাপন করছে।

মন্ত্রী আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশ পরিচালনার নেতৃত্বে আসার আগে যারা দেশ পরিচালনা করেছে, তারা প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর কল্যাণে কোন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেনি। বর্তমান সরকার দেশকে সর্বক্ষেত্রে উন্নয়নের মহাসড়কে পৌঁছে দিয়েছে। সকল পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী এখন সমাজের মূলস্রোতে এসেছে।

সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী বলেন, একসময় প্রতিবন্ধিতা নিয়ে কুসংস্কার প্রচলিত ছিল। সরকারের বিবিধ কর্মসূচির ফলে এখন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সমাজে মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারছে।

পরে মন্ত্রী বিভিন্ন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও সংগঠনের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

#

জাকির/পাশা/সিরাজ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২২/১৯৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৪৭৮৬

**সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানিকে দক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে**

**তোলার ওপর গুরুত্বারোপ টেলিযোগাযোগ মন্ত্রীর**

ঢাকা, ১৮ অগ্রহায়ণ (৩ ডিসেম্বর ) :

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি লিমিটেড ২০২১-২২ অর্থবছরে ৪শত ৪১ কোটি ৭৪ লাখ টাকা আয় করেছে। এর ফলে কোম্পানিটির গত অর্থবছরে করপরবর্তী নিট মুনাফা হয়েছে ২শত ৫০ কোটি টাকা। প্রতিষ্ঠানটি থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরে সরকার ৫৬ কোটি টাকা লভ্যাংশ পেয়েছে। সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানির ২০১৭-১৮ অর্থবছরে অর্থাৎ পাঁচ বছর আগে রাজস্ব আয় ছিল ১ কোটি ৪০ লাখ ৫০ হাজার টাকা।

আজ রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভা শেষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার কে এই তথ্য অবহিত করেন প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ আজম আলী।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানিকে একটি সময়োপযোগী প্রযুক্তিতে দক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। সাশ্রয়ী মূল্যে ইন্টারনেট সরবরাহে সরকারের গৃহীত উদ্যোগ তুলে ধরে মন্ত্রী বলেন, ২০০৮ সালে প্রতি এমবিপিএস ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথের দাম ছিল ২৭ হাজার টাকা। সরকার জনগণের নিকট ইন্টারনেটের দাম সাশ্রয়ী করতে তা বর্তমানে মাত্র ২শত ৪০ টাকায় নামিয়ে এনেছে।

মোস্তাফা জব্বার বলেন, ২০০৮ সালে জননেত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচির হাত ধরে সেই পশ্চাদপদতা অতিক্রমই করেনি বরং হাওর, দ্বীপ, চরাঞ্চল ও দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলসহ দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে উচ্চগতির ব্রডব্যান্ড সংযোগ পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। বর্তমানে দেশে ১৩ কোটি মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করে এবং ৩৮৪০ জিবিপিএস ব্যান্ডউইথ ব্যবহার করা হচ্ছে। এর মধ্যে বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি এককভাবেই ২৪০০ জিবিপিএস ব্যান্ডউইথ সরবরাহ করছে। অবশিষ্ট ব্যান্ডউইথ সরবরাহ করছে ইন্টারন্যাশনাল টেরেস্ট্রিয়াল কেবল কোম্পানিসমূহ (আইটিসি)।

বাংলাদেশের জন্য তৃতীয় সাবমেরিন ক্যাবল সংযুক্তি ডিজিটাল প্রযুক্তি দুনিয়ায় বাংলাদেশের আরো একটি ঐতিহাসিক অর্জন উল্লেখ করেন কম্পিউটারে বাংলা ভাষার এই প্রবর্তক। মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২ উৎক্ষেপণ, ফাইভ-জি নেটওয়ার্ক চালু এবং তৃতীয় সাবমেরিন ক্যাবল সংযোগে নির্বাচনি ইশতেহারে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সফলতা তুলে ধরে মন্ত্রী বলেন, প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে ২০১৯ সাল থেকে সরকার কাজ শুরু করেছে।

মন্ত্রী বলেন, ২০২৫ সাল নাগাদ দেশে ৬০০০ জিবিপিএস-এরও বেশি আন্তর্জাতিক ব্যান্ডউইথের প্রয়োজন হতে পারে। তিনি বলেন, আমাদের নিজস্ব চাহিদা মেটানোর পরও হাতে যথেষ্ট পরিমাণ ব‌্যান্ডউইথ আছে ও থাকবে। তিনি আরো বলেন, দেশে নেটওয়ার্কের বর্ধিত চাহিদা মিটিয়ে ফ্রান্স, সৌদি আরব ও ভারতের ত্রিপুরায় ব্যান্ডউইথ রপ্তানি করা হচ্ছে। ভুটান ও নেপাল এবং ভারতের আসাম ও মেঘালয়ে ব্যান্ডউইথ রপ্তানি করার বিষয়ে প্রক্রিয়া চলছে বলে মন্ত্রী জানান। তৃতীয় সাবমেরিন সংযোগ সম্পন্ন হলে ২০২৫ সালে অতিরিক্ত আরও প্রায় ১৩২০০ জিবিপিএস ব্যান্ডউইথ সংযুক্ত হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। এছাড়াও প্রথম সাবমেরিন ক‌্যাবলে আরো ৩৮০০ জিবিপিএস ব‌্যান্ডউইথ সংযুক্ত হচ্ছে অর্থাৎ বর্তমানে বিদ‌্যমান ক‌্যাপাসিটির চেয়ে প্রায় ৫ গুণ বেশি।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সাবমেরিন কোম্পানি লিমিটেডের চেয়ারম্যান, ডাক ও টেলিযোগাযোগ সচিব মোঃ খলিলুর রহমান, বিটিআরসি’র ভাইস চেয়ারম্যান মহিউদ্দিন আহমেদ এবং টেলিটকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হাবিবুর রহমানসহ ডাক ও টেলিযোগযোগ বিভাগের সিনিয়র কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

শেফায়েত/পাশা/সিরাজ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২২/১৯২৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৭৮৫

**পার্বত্যাঞ্চলের বেকারদের কোটা পুনর্বহালের উদ্যোগ নেয়া হবে**

ঢাকা, ১৮ অগ্রহায়ণ (৩ ডিসেম্বর ) :

 আজ পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির ৬ষ্ঠ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় সংসদ ভবনস্থ কার্যালয়ে কমিটির আহ্বায়ক (মন্ত্রী পদমর্যাদা) আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় কমিটির সদস্য জ্যোতিরিন্দ্র বোধি প্রিয় লারমা (সন্তু লারমা), কুজেন্দ্রলাল ত্রিপুরা এমপি যোগদান করেন। আহ্বায়কের বিশেষ আমন্ত্রণে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ সদস্য গৌতম কুমার চাকমা, সাবেক মুখ্য সচিব আবদুস সোবহান সিকদার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোসাম্মৎ হামিদা বেগম উপস্থিত ছিলেন ।

 সভায় বিগত সভার গৃহীত সিদ্ধান্তসসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। সভায় আরো জানানো হয়, পার্বত্য অঞ্চলে পুলিশ ক্যাম্প স্থাপনের বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে বৈঠক করা হবে। চুক্তিসমূহ বাস্তবায়নে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে বৈঠক এবং জাতীয় পর্যায়ে সেমিনার করার উদ্যোগ নেয়া হবে। পার্বত্য অঞ্চলের মানুষের জীবনধারা সরেজমিনে দেখতে তিন পার্বত্য জেলা পরিদর্শন এবং সংশ্লিষ্ট সবার সাথে মতবিনিময় করা হবে। তিন পার্বত্য অঞ্চলের বেকার যুবকদের জন্য চাকরির কোটা পুর্নবহালের উদ্যোগ নেয়া হবে। সভায় জানানো হয় পার্বত্য অঞ্চলের উপজাতি সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কোনো হয়রানিমূলক মামলা থাকলে তা অবিলম্বে প্রত্যাহার করা হবে।

 বৈঠকে পার্বত্য শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করা হয়। পার্বত্য অঞ্চলের শান্তি-শৃঙ্খলা, পর্যটন শিল্প ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে এগিয়ে নিতে সভায় ঐকমত্য পোষণ করা হয়। বৈঠকে অত্যন্ত ফলপ্রসূ আলাপ আলোচনা হয়েছে। পার্বত্য অঞ্চলকে নিরাপদ, সুখী, উন্নত, শান্তি ও সমৃদ্ধির জনপদ হিসেবে গড়ে তুলতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে শান্তিচুক্তিসমূহ পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়।

#

আহসান/পাশা/সিরাজ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২২/১৮৩৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৪৭৮৪

**পরিবেশবান্ধব উন্নয়ন নিশ্চিত করতে নিজস্ব**

**সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার করতে হবে**

 **----বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৮ অগ্রহায়ণ (৩ ডিসেম্বর ) :

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছেন, পরিবেশবান্ধব উন্নয়ন নিশ্চিত করতে নিজস্ব সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার করতে হবে। বাড়াতে হবে জ্বালানি দক্ষতা। দক্ষতার সাথে দ্রুত আধুনিক প্রযুক্তির সফল ব্যবহার আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কার্যকর অবদান রাখবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ বিদ্যুৎ ভবনে এফইআরবি আয়োজিত ‘জ্বালানির রূপান্তর : বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট ও বাংলাদেশ’ শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতেই হবে। বৈদ্যুতিক যান চার্জিং নির্দেশিকা তৈরি করা হয়েছে, দ্রুততার সাথে বৈদ্যুতিক যানবাহনের প্রসার করা উচিত। এতে বিপুল পরিমাণ জ্বালানি তেল ও বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হবে। নেট মিটারিং ও সোলার রুফটপ-এর ব্যবহার বাড়াতে জনসচেতনতা বাড়ানো প্রয়োজন। স্টোরেজ ক্ষমতা বাড়ানো গেলে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ২৪ ঘণ্টাই ব্যবহার করা যাবে। আমাদের মহাপরিকল্পনায় জ্বালানি হিসেবে হাইড্রোজেন থাকলেও তা আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে কতটা কার্যকর হবে তা সময়ই বলে দেবে।

প্রতিমন্ত্রী এ সময় আরো বলেন, গ্যাস আমদানি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানদের জন্য ইতিমধ্যে উন্মুক্ত করা হয়েছে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠান জ্বালানি তেল আমদানি ও বিপণন করতে পারে সে বিষয়েও নীতিমালা তৈরি করা হচ্ছে।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বুয়েটের অধ্যাপক ম তামিম। তিনি বাংলাদেশের চাহিদা ও সরবরাহ, জ্বালানি আমদানির অর্থনৈতিক প্রভাব, মহাপরিকল্পনা ও পূর্বাভাস, জ্বালানির রূপান্তরের বৈশ্বিক প্রবণতা, মূল্যসাশ্রয় ভারসাম্য, বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জ ও প্রতিকার নিয়ে আলোকপাত করেন।

এফইআরবির নির্বাহী পরিচালক রিশান নসরুল্লাহ’র সঞ্চালনায় ও এফইআরবির চেয়ারম্যান শামীম জাহাঙ্গীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মাঝে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিব মোঃ মাহবুব হোসেন, বিদ্যুৎ সচিব মোঃ হাবিবুর রহমান, পিডিবির চেয়ারম্যান মোঃ মাহবুবুর রহমান, পাওয়ার সেলের মহাপরিচালক মোহাম্মদ হোসেন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ বদরুল ইমাম বক্তব্য রাখেন।

#

আসলাম/পাশা/সিরাজ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২২/১৮০৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৭৮৩

**ভারতের এনআইটি, শিলচরে বঙ্গবন্ধু কর্নার এবং**

**বঙ্গবন্ধু গার্ডেন উদ্বোধন করলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেন**

শিলচর (আসাম), ১৮ অগ্রহায়ণ (৩ ডিসেম্বর) :

ভারতের আসামে অবস্থিত ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অভ্‌ টেকনোলজি (এনআইটি), শিলচরে ভারত রত্ন ড. এ পি জে আব্দুল কালাম লার্নিং এন্ড রিসোর্স সেন্টারে ‘বঙ্গবন্ধু কর্নার’ এবং লাইব্রেরি প্রাঙ্গণে বঙ্গবন্ধু গার্ডেন উদ্বোধন করা হয়েছে।

আজ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন এবং এনআইটি শিলচরের ডাইরেক্টর প্রফেসর রজত গুপ্ত ‘বঙ্গবন্ধু কর্নার’ এবং ‘বঙ্গবন্ধু গার্ডেন’ উদ্বোধন করেন।

এনআইটি, শিলচরে বঙ্গবন্ধু কর্নার এবং বঙ্গবন্ধু গার্ডেনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন শেষে সেন্টারের ভূপেন হাজারিকা অডিটোরিয়ামে আয়োজিত আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে ড. মোমেন বঙ্গবন্ধু কর্নার গড়ে তোলার জন্য ভারত সরকারের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, ভারত সরকারের জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান তথা দক্ষিণ এশিয়ার সর্ববৃহৎ ডিজিটাল লাইব্রেরিতে মুজিব কর্নার স্থাপন করায় এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের বঙ্গবন্ধুর সারা জীবনের সংগ্রাম, তাঁর আদর্শ ও স্বপ্ন সম্পর্কে আরো বেশি জানার সুযোগ সৃষ্টি হলো। একইসাথে তারা বাংলাদেশের দীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস এবং ভারত সরকার কীভাবে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা করেছে সেগুলোও জানতে পারবে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরো বলেন, বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিতে যে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে সেসব তথ্যও তারা জানার সুযোগ পাবে।

আমাদের উভয় দেশের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ভাষা মোটামুটি একইরকম। সেদিক থেকে আমাদের নাড়ীর বন্ধন আর সুদৃঢ় হবে। আমরা ধর্ম, বর্ণ, সংস্কৃতি, গোষ্ঠী সবকিছুর ঊর্ধ্বে থেকে মানুষ হচ্ছে সব থেকে বড়- এতে আমরা বিশ্বাস করি। আর মানুষে মানুষে সুসম্পর্ক থাকলে কোন কিছু আর আমাদের মাঝে বাধা হয়ে থাকবে না। বঙ্গবন্ধু কর্নার আমাদের সেই প্রত্যাশা পূরণে সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে উল্লেখ করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেন।

এনআইটি, শিলচরে স্থাপিত মুজিব কর্নারে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেন তাঁর লিখিত ও সম্পাদিত বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের উন্নয়ন বিষয়ক কিছু বই উপহার দেন। মুজিব গার্ডেন উদ্বোধনের পর সেখানে তিনি গাছের চারা রোপণ করেন।

উদ্বোধনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের অন্যান্যের মধ্যে সংসদ সদস্য মহিবুর রহমান মানিক, ইকবালুর রহিম, গাজী মোহাম্মদ শাহনেওয়াজ ও সাবেক পররাষ্ট্র সচিব শমসের মবিন চৌধুরী, ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার মুস্তাফিজুর রহমান, এনআইটি শিলচরের শিক্ষকমণ্ডলী, সিলেটের ব্যবসায়ী প্রতিনিধি, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং মিডিয়ার প্রতিনিধিবৃন্দ এবং এনআইটি শিলচরে অধ্যয়নরত বাংলাদেশি শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, প্রথমবারের মতো আয়োজিত শিলচর-সিলেট উৎসবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেনের নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করছে। প্রতিনিধিদল গতকাল সড়কপথে সিলেটের শেওলা সীমান্ত দিয়ে ভারতের সুতারকান্দি আইসিপিতে পৌঁছালে সেখানে ভারতের বিএসএফের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা স্বাগত জানান। পরে সেখান থেকে তাঁরা আসামের শিলচরে পৌঁছেন।

#

মোহসিন/পাশা/সিরাজ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২২/১৭৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৭৮২

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১৮ অগ্রাহায়ণ (৩ ডিসেম্বর) :

 স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী শুক্রবার সকাল ৮টা থেকে আজ শনিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১০ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার শূন্য দশমিক ৬৫ শতাংশ। এ সময় ১ হাজার ৫২৯ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মৃত্যুবরণ করে নাই। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৩৪ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৯ লাখ ৮৬ হাজার ৫১ জন।

#

কবীর/পাশা/সিরাজ/রেজাউল/২০২২/১৭৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৭৮১

**পর্যাপ্ত সহায়তা পেলে জলবায়ু মোকাবিলায় আরো জোরালোভাবে কাজ করবে বাংলাদেশ**

 **-পরিবেশমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৮ অগ্রহায়ণ (৩ ডিসেম্বর) :

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেছেন, শুধু বৈদেশিক সহায়তায় নয় বাংলাদেশ নিজস্ব অর্থায়নেও জলবায়ু ঝুঁকি হ্রাসে কাজ করছে। এলক্ষ্যে ২০০৯ সালে গঠিত বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিল হতে ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত প্রায় ৪৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বা ৩ হাজার ৮৫২ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এই তহবিলের অর্থে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সরকারি দপ্তর, সংস্থাসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রায় ৮ শত ৫০ টির অধিক প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে। পর্যাপ্ত বিদেশি সহায়তা পেলে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় আরো জোরালোভাবে কাজ করতে পারবে।

আজ বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশনে ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি আয়োজিত “কপ-২৭ জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহের প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটাতে পারেনি” শীর্ষক ছায়া সংসদ বিতর্ক প্রতিযোগিতায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিবেশমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, এবারের সম্মেলনে কিছু সীমাবদ্ধ থাকলেও আমরা আশার আলো দেখতে পাচ্ছি। এবারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক বাংলাদেশের মতো জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহকে উন্নত দেশসমূহ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এলক্ষ্যে প্রতিবছর ১০০ বিলিয়ন ডলার প্রদানের প্রতিশ্রুতি পুরোপুরি বাস্তবায়ন করতে হবে। এবারের জলবায়ু সম্মেলনে লস এন্ড ড্যামেজ ফান্ড গঠনের সিদ্ধান্ত হলেও অর্থায়নের উৎস নির্ধারণ করা হয়নি যা অতিদ্রুত করতে হবে। তিনি বলেন, বাংলাদেশের জলবায়ু অভিযোজন পরিকল্পনা (NAP) বাস্তবায়ন করতে ২শত ৩০বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রয়োজন। পর্যাপ্ত বিদেশি সহায়তা পেলে গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ হ্রাসের জন্য বাংলাদেশের ন্যাশনালি ডিটারমাইন্ড কন্ট্রিবিউশন বা NDC বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে ২১ দশমিক ৮৫ শতাংশ গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ হ্রাস করা হবে।

ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ছায়া সংসদে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এন্ড টেকোনোলজি এবং স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ এর বিতার্কিকরা অংশগ্রহণ করে। বিতর্কে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এন্ড টেকোনোলজি দল জয় লাভ করে। পরে মন্ত্রী বিজয়ী দলকে পুরস্কার প্রদান করেন।

#

দীপংকর/মেহেদী/জুলফিকার/রবি/শামীম/২০২২/ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৭৮০

**প্রধানমন্ত্রীর জনসভায় মাঠের বাইরে আরো আট-দশগুণ মানুষ হবে**

 **-তথ্যমন্ত্রী**

চট্টগ্রাম, ১৮ অগ্রাহায়ণ (৩ ডিসেম্বর) :

তথ্যমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রীর জনসভাকে উপলক্ষ্য করে সারা চট্টগ্রাম জুড়ে ব্যাপক সাড়া জেগেছে, মানুষের মধ্যে অনেক উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে। আমরা আশা করছি পলোগ্রাউন্ডে আমাদের জনসভায় মাঠ পূর্ণ করে মাঠের বাইরে আরো আট-দশগুণ মানুষ হবে ইনশাআল্লাহ। বাস্তবিক অর্থে এটিই হবে।'

আজ সকালে চট্টগ্রাম মহানগর, উত্তর ও দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগ নেতাদের নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর রোববারের জনসভাস্থল পলোগ্রাউন্ড মাঠ আগাম পরিদর্শন শেষে তথ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের এ সব কথা বলেন। জনসভার সার্বিক প্রস্তুতি এবং পরিস্থিতি অত্যন্ত সন্তোষজনক বলে জানান তিনি।

ড. হাছান বলেন, চট্টগ্রামের পলোগ্রাউন্ড অনেক বড় মাঠ, এখানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু জনসভা করেছেন, বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনাও জনসভা করেছেন। কানায় কানায় পূর্ণ জনসভা হয়েছে। অতীতেও মাঠ ছাড়িয়ে মানুষ বাইরে দাঁড়িয়েছে। আমরা যেভাবে সাড়া দেখতে পাচ্ছি, এবার কিন্তু মাঠের তুলনায় আট-দশ গুণ বেশি মানুষকে মাঠের বাইরে থাকতে হবে।

কিছুদিন আগে এখানে যখন বিএনপি জনসভা করেছিল, মাঠের তিন ভাগের একভাগ পেছনে রেখে তারা মঞ্চ বানিয়েছিল আর সামনে যে মাঠ ছিল তার অর্ধেক পূর্ণ হয়েছিল, জানান তিনি।

জনসভার মধ্য দিয়ে দেশবাসীকে আওয়ামী লীগ কি বার্তা দিতে চায় সাংবাদিকদের এ প্রশ্নে সম্প্রচারমন্ত্রী বলেন, 'আমরা যেহেতু জনগণের রায় নিয়ে সরকার গঠন করেছি, জনগণের সামনে হাজির হওয়া আমাদের দায়িত্ব। দেশ আগে কোথায় ছিল, এখন কোথায় গেছে, আমরা জনগণের জন্য কি করেছি, দেশকে আমরা কোথায় নিয়ে যেতে চাই - এগুলো জনগণের সামনে উপস্থাপন করা জনগণের দল হিসেবে আমাদের দায়িত্ব। বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা জনগণের নেত্রী, তিনি সেই কথাগুলো মানুষের সামনে তুলে ধরবেন।'

তিনি বলেন, 'আওয়ামী লীগ হচ্ছে গণমানুষের দল, আমরা জনগণের জন্যই কাজ করি। প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা গত চৌদ্দ বছরে বাংলাদেশকে নতুন উচ্চতায় উন্নীত করেছেন। বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের ও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ দেশে উন্নীত হয়েছে। দেশ মাথাপিছু আয়ে পাকিস্তানকে তো বহু আগেই ছাড়িয়েছে, ভারতেকেও ছাড়িয়ে গেছে। চট্টগ্রামে জনসভার পূর্বে প্রধানমন্ত্রী অনেকগুলো উন্নয়ন কর্মকান্ডের উদ্বোধন করবেন।'

মন্ত্রী হাছান বলেন, 'বাংলাদেশ আজ উন্নতির সোপানে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। আর স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তি জঙ্গিগোষ্ঠীর প্রধান পৃষ্ঠপোষক হচ্ছে বিএনপি। তাদের হাতে তো আমরা দেশটা তুলে দিতে পারি না। সেটাও আমরা জনগণের সামনে ব্যাখ্যা দেব।'

বিএনপি প্রসঙ্গে প্রশ্নে হাছান মাহমুদ বলেন, 'বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেব গতকালও বলেছেন নয়াপল্টনের সামনেই তাদের জনসভা হবে। আসলে তাদের উদ্দেশ্য জনসভা করা নয়, দেশে একটা গন্ডগোল লাগানো এবং দেশকে অস্থিতিশীল করা। তাদের আবেদন অনুযায়ী তাদের সুবিধার্থে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান বরাদ্দ দেয়া হয়। সেখানে না গিয়ে নয়াপল্টনে জনসভা হবে এটি বারবার ঘোষণা দেওয়ার অর্থ হচ্ছে দেশে একটি গণ্ডগোল লাগানো, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যেই তারা এটি বলছে। সরকার দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার জন্য কাউকে অনুমতি ও লাইসেন্স দিতে পারে না। তারা তো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চাচ্ছে, সেটি আমরা হতে দেব না।'

আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাছান বলেন, 'বিএনপি স্লোগান দেয় ‘টেক ব্যাক বাংলাদেশ’ মানে বাংলাদেশকে পেছনে নিয়ে যাও। অর্থাৎ আবার বাংলাভাই, শায়খ আবদুর রহমানের জমানায় নিয়ে যাও। আবার হাওয়া ভবন ও খোয়াব ভবন সৃষ্টি কর, পাঁচশ’ জায়গায় বোমা ফাটাও, দুর্নীতিতে দেশকে আবার পরপর পাঁচবার চ্যাম্পিয়ন বানাও। তাদের স্লোগান অনুযায়ী আমরা বাংলাদেশকে পেছনে নিয়ে যেতে পারি না।'

চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোছলেম উদ্দিন আহম্মদ এমপি, সাধারণ সম্পাদক মফিজুর রহমান, মহানগর আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মাহতাব উদ্দিন চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক আ জ ম নাছির উদ্দিন, উত্তর জেলার সভাপতি এম এ সালাম, সাধারণ সম্পাদক শেখ আতাউর রহমান, চট্টগ্রাম জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এটিম পেয়ারুল ইসলামসহ আওয়ামী লীগ নেতারা এসময় উপস্থিত ছিলেন।

#

আকরাম/মেহেদী/জুলফিকার/রবি/মাসুম/২০২২/১৪০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৭৭৯

**আইএমও এবং প্রধান মেরিটাইম অংশীদারদের সমর্থন কামনা নৌপ্রতিমন্ত্রীর**

লন্ডন, ৩ ডিসেম্বর:

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে সবুজ মেরিটাইম শিল্পের দিকে এগিয়ে নেয়ার উদ্যোগ নিয়েছেন। এ উদ্যোগের প্রতি প্রতিমন্ত্রী আন্তর্জাতিক মেরিটাইম অর্গানাইজেশন (আইএমও) এবং প্রধান মেরিটাইম অংশীদারদের সমার্থন কামনা করেন।

গতকাল লন্ডনে আইএমও সদর দফতরে অনুষ্ঠিত ১২৮তম আইএমও কাউন্সিল চলাকালীন বাংলাদেশ হাইকমিশন আয়োজিত 'বাংলাদেশ মেরিটাইম ইন্ডাস্ট্রি: দ্য রোড টু ডিকার্বনাইজেশন' শীর্ষক ইভেন্টে প্রতিমন্ত্রী এ আহ্বান জানান।

২০২৩ সালের মধ্যে হংকং কনভেনশন অনুসমর্থন করার জন্য বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ বর্তমানে নিরাপদ এবং পরিবেশবান্ধব জাহাজ পুনর্ব্যবহার করার জন্য আইএমও’র SENSREC প্রকল্প ফেজ-III এর সাথে অংশীদারিত্ব করছে এবং ইতিমধ্যে বিশ্বের নেতৃস্থানীয় জাহাজ পুনর্ব্যবহারকারী দেশ হিসাবে ইস্পাত হ্রাস, পুনঃব্যবহার এবং বৈশ্বিক ডিকার্বনাইজেশনে যথেষ্ট অবদান রাখছে।

অনুষ্ঠানে আইএমও’র মহাসচিব কিট্যাক লিম বাংলাদেশের জাহাজ পুনর্ব্যবহার, পরিবেশগত ও নিরাপত্তার মান উন্নত করার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের প্রশংসা করেন। তিনি বাংলাদেশে একটি সবুজ শিপিং শিল্পে রূপান্তরের জন্য আইএমও’র ক্রমাগত সহায়তার আশ্বাস দেন।

অনুষ্ঠানে ভারতের নৌপরিবহন, বন্দর ও নৌপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং আইএমও কাউন্সিলে ভারতীয় প্রতিনিধিদলের প্রধান ড. সঞ্জীব রঞ্জন বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে নৌ-যোগাযোগ পুরোপুরি পুনঃস্থাপনের আহ্বান জানান। তিনি দুই বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিবেশীর মধ্যে সংযোগ পুনঃস্থাপনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রশংসা করেন।

লন্ডনে ব্রাজিলের রাষ্ট্রদূত ও আইএমওতে স্থায়ী প্রতিনিধি মার্কো ফারানি, আইএমও জাপানের বিকল্প স্থায়ী প্রতিনিধি কোহেই আইওয়াকি, যুক্তরাজ্যে শ্রীলংকার ডেপুটি হাইকমিশনার সামান্থা পাথিরানা এবং আইএমও’র ডেপুটি ডিরেক্টর তিয়ান বিং হুয়াং প্যানেল আলোচনায় অংশ নেন।

#

জাহাঙ্গীর/মেহেদী/জুলফিকার/রবি/রেজ্জাকুল/মাসুম/২০২২/১০১৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৭৭৮

**বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্যের মধ্যে নৌপরিবহন সেক্টরে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির আহ্বান**

লন্ডন, ৩ ডিসেম্বর :

বাংলাদেশের নৌপরিবহন সেক্টরকে আরো আধুনিক, যুগোপযোগী ও পরিবেশবান্ধব করার জন্য যুক্তরাজ্য ও বাংলাদেশের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির আহ্বান জানিয়েছেন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী।

প্রতিমন্ত্রী গতকাল লন্ডনে ব্রিটিশ ট্রান্সপোর্ট মন্ত্রণালয়ের এভিয়েশন, মেরিটাইম ও সিকিউরিটি বিষয়ক মন্ত্রী ব্যারনেস ভেরি অভ্‌ নরবিটনের সাথে এক দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে এ আহবান জানান।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ১৯৭২ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের অনুরোধে ব্রিটিশ টেকনিক্যাল কো অপারেশন এইড এর সহযোগিতায় প্রথম বাংলাদেশে মেরিন একাডেমীর যাত্রা শুরু হয়। তিনি দু’দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ৫০ বছর উপলক্ষ্যে বাংলাদেশের নৌপরিবহন সেক্টরের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতার বিশেষত বাংলাদেশি নাবিকদের সার্টিফিকেট অভ্‌ কম্পিটেন্সির মিউচুয়াল রিকগনিশন এর জন্য অনুরোধ করেন। এছাড়া বাংলাদেশি নাবিকদের যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন বন্দরে অন এরাইভাল ভিসা প্রদানের জটিলতা দূর করার অনুরোধ জানান।

বৈঠকে ব্রিটিশ মন্ত্রী বাংলাদেশের নৌপরিবহন সেক্টরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে বাংলঅদেশের ১৬০০০ নাবিক এবং ১৪ টি মেরিন ইন্সিটিউট থেকে বছরে ৫০০০ এর বেশী মেরিনার এবং ১০০ মহিলা মেরিনার এর উপস্থিতির ভূয়সী প্রশংসা করেন। ব্রিটিশ মন্ত্রী জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় প্রধানমন্ত্রীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বেরও প্রশংসা করেন।

বৈঠকে যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশের হাইকমিশনার সাইদা মুনা তাসনিম এবং নৌপরিবহন অধিদফতরের মহাপরিচালক কমডোর মোঃ নিজামুল হক উপস্থিত ছিলেন।

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশনের ১২৮ তম কাউন্সিলে অংশগ্রহণের জন্য যুক্তরাজ্য সফর করছেন।

#

জাহাঙ্গীর/মেহেদী/জুলফিকার/রবি/শামীম/২০২২/১৫০৫ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৭৭৭

**জাতীয় বস্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১৮ অগ্রাহায়ণ (৩ ডিসেম্বর) :

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ৪ ডিসেম্বর ‘জাতীয় বস্ত্র দিবস ২০২২’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৪ ডিসেম্বর ২০২২ ‘জাতীয় বস্ত্র দিবস ২০২২’ পালিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে ক্রোড়পত্র ও স্যুভেনির প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

এবারের জাতীয় বস্ত্র দিবসের প্রতিপাদ্য ‘দেশীয় বস্ত্র ব্যবহার করি, সোনার বাংলা গড়ে তুলি’ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

প্রাচীনকাল থেকেই বস্ত্রশিল্পে বাংলাদেশের সুনাম ছিল গৌরবময় এবং জগদ্বিখ্যাত। ঢাকাই মসলিন থেকে শুরু করে জামদানি আর বেনারসি এ দেশের বস্ত্রশিল্পের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। স্বাধীনতার পর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁত শিল্পের উন্নয়নে উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তিনি ১৯৭২ সাল থেকেই তাঁত শিল্পের মান উন্নয়নের পাশাপাশি বস্ত্রখাতকে সমৃদ্ধ করার নানামুখী প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় তৈরি পোষাকখাত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। দেশের মোট রপ্তানি আয়ের সিংহ ভাগ অর্জিত হয় বস্ত্রখাত থেকে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতেও বস্ত্রখাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে নির্বাচনী ইশতেহারে বস্ত্রখাতকে নিরাপদ, শক্তিশালী এবং প্রতিযোগিতা সক্ষম করে তোলার অঙ্গীকার করেছে। দেশের অভ্যন্তরীণ বস্ত্র চাহিদা পূরণ, রপ্তানি বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ নিরাপদ, টেকসই, শক্তিশালী এবং প্রতিযোগিতা সক্ষম বস্ত্রখাত গড়ে তুলতে আমরা ‘বস্ত্র নীতি, ২০১৭’, ‘বস্ত্র আইন, ২০১৮’ এবং ‘বস্ত্র শিল্প (নিবন্ধন ও ওয়ানস্টপ সার্ভিস কেন্দ্র) বিধিমালা, ২০২১’ প্রণয়ন করেছি।

বস্ত্রখাত সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনকে সব ধরনের সহযোগিতা ও প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বস্ত্র অধিদপ্তরকে পোষক কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের পরিপূর্ণ সুবিধাদি বস্ত্রখাতে প্রয়োগ এবং এর চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলার লক্ষ্যে আমরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় এখাতে যুগোপযোগী ও দক্ষ বস্ত্র প্রকৌশলী গড়ার লক্ষ্যে সরকারি পর্যায়ে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট, তাঁত প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং ফ্যাশন ডিজাইন ইনস্টিটিউট স্থাপন ও পরিচালনা করছে।

আমি বিশ্বাস করি, বাংলাদেশের সমৃদ্ধি ও অগ্রযাত্রায় বস্ত্রখাত সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজন পারস্পরিক সহযোগিতামূলক সম্পর্ক বজায় রেখে এ খাতের উন্নয়ন নিশ্চিত করে জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত, সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে।

আমি ‘জাতীয় বস্ত্র দিবস ২০২২’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/মেহেদী/জুলফিকার/রবি/মাসুম/২০২২/১০০০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৭৭৬

**জাতীয় বস্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ১৮ অগ্রহায়ণ (৩ ডিসেম্বর) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ৪ ডিসেম্বর ‘জাতীয় বস্ত্র দিবস ২০২২’উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় কর্তৃক ‘জাতীয় বস্ত্র দিবস ২০২২’ উদযাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

বস্ত্রশিল্প বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকা শক্তি। স্বাধীনতার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নানামুখী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে এ খাতকে সুসংহত ও গতিশীল করার উদ্যোগ নেন। সেই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে দেশের মোট রপ্তানি আয়ের সিংহভাগ বস্ত্রখাত থেকে অর্জিত হচ্ছে। এবছর জাতীয় বস্ত্র দিবসের প্রতিপাদ্য ‘দেশীয় বস্ত্র ব্যবহার করি, সোনার বাংলা গড়ে তুলি’ যা বর্তমান প্রেক্ষাপটে যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে বস্ত্রখাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বস্ত্রখাতের সক্ষমতাবৃদ্ধি ও যুগোপযোগীকরণ এবং এ খাতে বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণে সরকার বদ্ধপরিকর। এ প্রেক্ষিতে সরকার ‘বস্ত্র নীতি, ২০১৭’, ‘বস্ত্র আইন, ২০১৮’ এবং ‘বস্ত্রশিল্প (নিবন্ধন ও ওয়ানস্টপ সার্ভিস কেন্দ্র) বিধিমালা, ২০২১’ প্রণয়ন করেছে। বস্ত্রশিল্পের ক্রমাগত উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে ‘পোষক কর্তৃপক্ষ' হিসেবে বস্ত্র অধিদপ্তর বস্ত্রশিল্প ও বায়িং হাউজের উদ্যোক্তাগণকে নিবন্ধনসহ অন্যান্য সেবা প্রদান করছে। এছাড়া বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় বস্ত্রখাতের জন্য দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির লক্ষ্যে বর্তমানে ৯ টি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ১১টি টেক্সটাইল ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট ও ৪১টি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট পরিচালনা করছে। পরিবেশবান্ধব বস্ত্রশিল্প স্থাপন, বস্ত্রখাতের রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ এবং এ খাতের সার্বিক উন্নয়নে সম্মিলিতভাবে কাজ করার জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহবান জানাচ্ছি।

বাংলাদেশের বস্ত্রশিল্পের ইতিহাস সুপ্রাচীন এবং গৌরবময়। ঢাকাই মসলিন ও জামদানি, টাঙ্গাইলের তাঁত, কুমিল্লার খাদি, রাজশাহীর সিল্ক এবং মিরপুরের বেনারসি শিল্প আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সাথে গভীরভাবে জড়িয়ে আছে। এ সকল ঐতিহ্যবাহী বিশেষায়িত পণ্যকে ব্র্যান্ডিংয়ের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে - এ প্রত্যাশা করি।

আমি ‘জাতীয় বস্ত্র দিবস ২০২২’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

 জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/মেহেদী/জুলফিকার/রবি/শামীম/২০২২/১০৫৫ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ